42

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 31 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

হল দখল প্রসঙ্গে

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রাবাস এখন ছাত্রদের আবাস না রাজনৈতিক দলগুলোর জঙ্গী কর্মীদের সুলভ ও নিরাপদ বাসস্থান, সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বরং ছাত্র-অছাত্র তরুণ রাজনৈতিক কর্মীরাই ছাত্রাবাস বা হলগুলোকে থাকা, খাওয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণের সুবিধাজনক স্থান হিসাবে যে ব্যবহার করছে তার প্রমাণ মিলছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অতীত ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে। রাজনৈতিক দলের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনের নামে হলগুলো দখলে রাখার এক বিচিত্র ও নীতিহীন প্রবণতা এখন যেন অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। হল দখল নিয়ে সন্ত্রাস যেমন হচ্ছে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই অনৈতিক বিষয় নিয়ে দরকষাকষি পর্যন্ত করছে ছাত্র সংগঠনগুলো।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ছাত্রাবাস সূর্যসেন হলের দখল নিয়ে বিএনপির অঙ্গ ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের দু'গ্রুপ এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অঙ্গ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের মধ্যে যে সংঘাত ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল তা এক ন্যক্কারজনক উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। কারণ উপর্যুপরি সংঘাত এবং ছাত্রলীগের হল দখল ও ভিসির মধ্যস্থতায় সমঝোতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ছাত্রদল অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র ধর্মঘট ডেকে পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই অচল করে রেখেছিল ২৭ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। এ ঘটনার আনুপূর্বিক যে বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, ছাত্রদলের একটি 'বহিষ্কৃত' গোষ্ঠী ২৪ জুলাই প্রত্যুষে একটি মিনিবাসে চড়ে এসে বিনা প্রতিরোধে সূর্যসেন হলে ঢুকে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের অস্ত্রের মুখে বের করে দেয়। বিতাড়িতরা কিছুক্ষণ পর দলভারি করে ফিরে এসে হামলাকারীদের ধরে প্রভোস্টের কক্ষে আটকে রাখে। পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে হলের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। এবার এরা বাইরে এসে ছাত্রলীগের জঙ্গী নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ভরদুপুরে জনৈক প্রভাবশালী ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে প্রায় পঞ্চাশ জনের একটি সশস্ত্র দল সূর্যসেন হলে প্রবেশ করে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের আবার বের করে দেয়। তারা হলের বেশ ক'টি কক্ষ ভাংচুর করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ অবস্থান করলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদিকে ছাত্রলীগ সূর্যসেন হল দখল করেছে খবর পেয়ে একাডেমিক ভবন এবং বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রদল নেতা- কর্মীরা লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে হলের সামনে ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এতে জনাবিশেক আহত হয়। পুলিশ ছাত্রদল কর্মীদের প্রতি টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। ছাত্রদল কর্মীরা হটে যেতে বাধ্য হয়।

দুপুরে উপাচার্য ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন এবং দু'ঘণ্টার মধ্যে সূর্যসেন হল খালি করে দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু পুলিশ তাতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা ছ'টায় উপাচার্য নিজেই হলে যান এবং বৈধ ছাত্রদের কার্ড পরীক্ষা করে হলে প্রবেশ করানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু দেখা যায় হাউস টিউটর এবং পুলিশের সঙ্গে ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীরাও কার্ড পরীক্ষা করছে। কার্যত উপাচার্যের সব নির্দেশই অমান্য করা হয় এবং সূর্যসেন হল আগে ছিল ছাত্রদলের দখলে, এবার চলে যায় ছাত্রলীগের দখলে। বিকালের পর ছাত্রদলের নেতারা উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠকে বসতে গেলে সেখানে ছাত্রলীগের কয়েকজন বহিরাগত সশস্ত্র কর্মীকে দেখে তারা সভা বর্জন করে ফিরে যায়। পরে সন্ধ্যায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ মধুর ক্যান্টিনে পৃথক সাংবাদিক সম্মেলন করে স্ব স্ব অবস্থান ব্যাখ্যা করে। ছাত্রদল দাবি জানায়, সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের দখলমুক্ত করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার, অন্যথায় ২৭ জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ দাবি জানিয়েছিল অবিলম্বে হলকে যে কোন ধরনের দখলদারী মুক্ত করে দলমত নির্বিশেষে সকল আবাসিক ছাত্রদের বসবাসের পরিবেশ নিশ্চিত করার।

নীতিকথা বলা সহজ কিন্তু কাজে পরিণত করা কঠিন। ঐদিন থেকে উপাচার্য ছাত্রনেতাদের নিয়ে বেশ কয়েক দফা বৈঠক করেছেন। কিন্তু সমস্যার সুরাহা হয়েছে অনেক পানি ঘোলা করে, তিন দিন পুরো বিশ্ববিদ্যালয় অচল থাকার পর। ভিসির মধ্যস্থতায় ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ৮ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার সচল হয়েছে। কিন্তু একে নিছক সাময়িক সমাধান বলে ইমনে হচ্ছে কারণ এর পেছনে রাজনৈতিক উস্কানী রয়েছে। অথচ রাজনৈতিক পরিচিতি এবং 'দখলী স্বত্ব' নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত ও দ্বন্দ্ব চললেও অভিভাবক রাজনৈতিক দলগুলো আশ্চর্যজনকভাবে নিশ্চুপ থেকে সমস্ত দায়দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যেন তামাশা দেখেছে। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস, ছাত্ররাজনীতিতে অস্ত্রের ব্যবহার, হল দখল ইত্যাকার বিষয় নিয়ে দেশে বছরের পর বছর ধরে কম আলোচনা-লেখালেখি হচ্ছে না। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো যেন কানে তুলো গুঁজে রেখেছে। ছাত্ররাজনীতিকে সন্ত্রাসমুক্ত এবং ক্যাম্পাসগুলোকে শিক্ষাঙ্গন এবং হলগুলোকে শুধুই ছাত্রাবাসে পরিণত করার কোন কার্যকর উদ্যোগই দেখা যায়নি। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মাঝে মাঝে যা হয়েছে শেষ পর্যন্ত তা "পর্বতের মূষিক প্রসব'-এর পরিণতি পেয়েছে। কিন্তু দেশের উন্নতি বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও বিপন্মুক্ত করতে হলে শিক্ষাঙ্গন থেকে এ রকম দলবাজি ও অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করতেই হবে। এখনই তো শক্তির ভারসাম্য অস্ত্রভিত্তিক হয়ে পড়েছে রাজনীতির সর্বস্তরে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী। সূর্যসেন হলই যেন হয় অনৈতিক হল দখল ও সন্ত্রাসের সর্বশেষ উদাহরণ।